যুগান্তর

তারিখ 22 APR 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

নতুন বিভাগ খুলতে পারবে না ৩২ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

মুসতাক আহমদ

দেশের ৩২টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আপাতত নতুন করে আর কোন কোর্স, প্রোগ্রাম, ইন্সটিটিউট ও অনুষদ খোলার অনুমতি পাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিনেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার খেসারত হিসেবে সরকার তাদের বিরুদ্ধে এ পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) ওই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়।

স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার খেসারত

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী বলেন, ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যখনই কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাবে, তখনই তার ওপর নিষেধাজ্ঞা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়ে যাবে। অধ্যাপক চৌধুরী বলেন, কাউকে শাস্তি প্রদান নয়, উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। তিনি বলেন, এশিয়া তথা গোটা বিশ্বে বাংলাদেশ চতুর্থ, যারা উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বর্তমানে ২০ লাখ শিক্ষার্থীকে জায়গা ও সুযোগ করে দিয়েছে। এসব শিক্ষার্থীকে যদি মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন হতে বেশিদিন লাগবে না। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী লগ্নে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা যাবে বাংলাদেশকে। তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষায় মানের সঙ্গে কোন আপস নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হচ্ছে— আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি), বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ (ইউডা), গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, লিডিং ইউনিভার্সিটি সিলেট, সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি ও সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, গণবিশ্ববিদ্যালয়, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি, দি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শান্ত-মরিয়ম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়া, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব দিবারেল আর্টস বাংলাদেশ, স্টেট ইউনিভার্সিটি

বিভাগ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বিভাগ : নতুন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, স্টাডার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরা ইউনিভার্সিটি, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, রয়েল ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি, প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ইষ্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটি ও দা সিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম ৭টি আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নকশা অনুমোদন করেছে, কিন্তু নির্মাণ কাজ শুরু করেনি। তাদের আগামী ৬ মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত এবং মোট এক বছরের মধ্যে সেই ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিকে জানাতে হবে। পরের ৭টির নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস স্থাপনের কাজ চলছে। কিন্তু সরকারি নির্দেশমতো যথাসময়ে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। তাদেরও আগামী এক বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করে ইউজিসিকে অবহিত করতে হবে। শেষের ১৮টি আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমি ক্রয় করেছে, কিন্তু ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে নকশা অনুমোদন করাতে পারেনি। ওইগুলোকেও আগামী ৬ মাসের মধ্যে নকশা অনুমোদন করিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ কাজ শুরু এবং আগামী এক বছরের মধ্যে ক্যাম্পাস স্থানান্তর কার্যক্রম গ্রহণ করে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিকে অবহিত করতে হবে।

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে মূলত এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ৩০ জানুয়ারি। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রায় আড়াই মাস পর মন্ত্রণালয় থেকে ইউজিসিকে পত্র দেয়া হল। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, ইউজিসিকে পত্র যখনই দেয়া হোক, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন থেকেই তা বাস্তবায়ন হয়েছে। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈঠকে ইউজিসি চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা বিষয়টি জানেন। এর পরও আনুষ্ঠানিকভাবে ইউজিসিকে বিষয়গুলো অবহিত করা হল। এদিকে আরেকটি সূত্র জানায়, উপরোক্ত ৩২টির বাইরে আরও দুই ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১১টি স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে সক্ষম হয়েছে। মন্ত্রণালয় ওই ১১টিকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এছাড়া আরও ৯টি রয়েছে যারা উদ্যোগের দিক থেকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, দা পিপলস ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, প্রিন্সিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, ইবাইস ইউনিভার্সিটি, প্রাইম ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সেস, অতীশ দীপংকর ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ও আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। অবশ্য এগুলোর মধ্যে আশাসহ দু'একটি দাবি করছে, তারা জমি কিনেছে। কিন্তু ৩০ জানুয়ারি মন্ত্রণালয়ে বৈঠকে তাদের ব্যাপারে তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপিত হয়নি।

উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে ৫৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগের দুর্নীতি-অনিয়ম আর শিক্ষা ব্যবসার অভিযোগ আসছে। উচ্চশিক্ষার নামে অনেকেই সনদবাণিজ্য চালাচ্ছে। যদি দোকানের মতো যেখানে-সেখানে ক্যাম্পাস খুলে কোথাও কলেজ শিক্ষক বা কোথাও স্কুল শিক্ষক দিয়ে পাঠদান করা হয়। অনেকেই দেশব্যাপী ক্যাম্পাস খুলে বসেছে। ভূতার দোকান, পার্বেটস, রেস্তোরাঁ, পার্লিং মলের ওপরসহ ঢাকার অলিগলিতেও রয়েছে ক্যাম্পাস। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের নামে অযোগ্যদের নিযুক্ত করা হয়েছে। হাতেগোনা কিছু বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করলেও তারা আবার ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে চলছে। এক্ষেত্রে তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি করছে। বঞ্চিত হচ্ছে ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও তাদের শিক্ষকদের উপযুক্ত তত্ত্বাবধান থেকে। কেননা ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই মূল কাজে ফাঁকি দিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২০১০ সালের ১৮ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভা শেষে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়। প্রথম দফার ওই অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তখন অ্যাসাইনমেন্টে শিক্ষার মান নিশ্চিতে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগসহ অন্যান্য শর্ত পূরণের দিকে লক্ষ্য করা হয়নি।

এদিকে আইন সংশোধনের দাবিতে চিহ্নিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেকগুলোই একেকটা টাকার কুমির বনে গেছে বলে ইউজিসি ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিভিন্ন রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষ করে লাগামহীন সনদবাণিজ্য করে টাকা কামানোর বিপরীতে উচ্চ শিক্ষায় ধস নামানোর দায়ে দারুল ইহসান, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, অতীশ দীপংকর, পিপলস, রয়েল ও নর্দান ইউনিভার্সিটি অন্যতম। বিভিন্ন সময় সরকার এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ায় তারা মামলা পর্যন্ত করেছে। সরকার এসবের মধ্যে নর্দান, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্স (ইউআইটিএস) ও লিডিং ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর অন্যগুলোর বিরুদ্ধে সরকার বিরূপ ভাবছে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে অন্তত ১২শ' কোটি টাকার সনদবাণিজ্যের প্রমাণ রয়েছে মন্ত্রণালয়ের হাতে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টির চারিত্রিক বিষয় নিয়েও রসালো গল্প রয়েছে।